দিবস

এই মৃত্যুর মিছিল রুখবে কে

আজ দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আঙ্গিকে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালিত হচ্ছে। এ বছরের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়– 'তামাকের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ'। এ বছর দিবসটি আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ ২৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধনী)-২০১৩ পাস হয়েছে। জনসংখ্যার আধিক্য, নিম্ন আয়, দরিদ্রতা ইত্যাদি কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এই তামাক সেবনের ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর তামাকজনিত রোগে মারা যায় ৫৭ হাজার, আর পঙ্গুত্ববরণ করে ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০০৪)। আর্থিক ক্ষতি হয় বছরে দশ হাজারেরও অধিক টাকা। বাংলাদেশের মতো অন্যান্য দেশেও তামাক ব্যবহারের চিত্র অনেকাংশে একই রকম। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বছর ৬০ লাখ মানুষ তামাক মহামারীতে মৃত্যুবরণ করছে, যার মধ্যে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে ৬ লাখ অধূমপায়ী। এখন থেকেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে ২০৩০ সাল নাগাদ এই মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে ৮০ লাখে। তাই বিশ্বব্যাপী সমন্বিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের লক্ষে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ ২০০৩ সালের ১৬ জুন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ২০০৪ সালের ১০ মে এফসিটিসিতে অনুস্বাক্ষর করে। ফলে ধূমপান ও তামাকের ভয়াবহতা রোধে বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসির আলোকে ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি পাস ও কার্যকর করে। আইনটি প্রণয়নের ফলে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়। বিশেষত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ অন্য গণমাধ্যমে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেক। কিন্তু আইনে বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা প্রদান করা হলেও স্পন্সরশিপ, প্রমোশন, ব্র্যান্ড স্ট্রেচিংয়ের মতো গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংজ্ঞায়িত না থাকায় তামাক কোম্পানি নিত্যনতুন কৌশলে কখনও আইনকে পাস কাটিয়ে, কখনও বা আইনের ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে জনগণকে ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করার নানারকম কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে আইনের প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সব সময়ই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তামাক কোম্পানির এসব অপতৎপরতা বন্ধ, আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করার নিমিত্তে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ২০০৯ সালে আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

নতুন আইনের ৫ ধারায় তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু নির্দেশনার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি এ আইনের ১০ ধারার ৪নং উপধারায় তামাক পণ্যের প্যাকেটের গায়ে বিভ্রান্তিমূলক শব্দ যেমন : লাইট-লো ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নতুন আইনটি অনুসরণ করে কার্যকর বিধি প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন করা গেলে তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া নিয়ম অনুযায়ী, এফসিটিসিতে (ফ্রেম ওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল) স্বাক্ষরকারী সব পক্ষকে স্বাক্ষর প্রদানের পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে তামাকের সব ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা এবং পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কারণ এটা প্রমাণিত যে, তামাকের সব প্রচার-প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা গেলে তামাক ব্যবহারকারী ও আরম্ভকারী, দুই-ই উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।

সবেমাত্র আইনটি সংশোধন হয়েছে। এখনও বিধিমালা প্রণয়ন বাকি। বর্তমান সংশোধিত আইনটির যে মূল উদ্দেশ্য ছিল তার শতভাগ প্রতিফলন বিধিমালায় থাকা চাই। তামাক কোম্পানিগুলোর গোপন তৎপরতা যাতে কোনোক্রমে বিধিমালা প্রণয়নকে বাধাগ্রস্ত ও লক্ষ্যচ্যুত করতে না পারে, সেজন্য সব মহলকে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের মূল লক্ষ্য শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তামাকের মারাত্মক স্বাস্থ্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা নয়; বরং তামাকের সামাজিক, পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষতিসহ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার থেকে রক্ষা করা। তাই সবার সম্মিলিত প্রয়াশেই বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে।

ইকবাল মাসুদ, *উন্নয়নকর্মী*